Vol. 8 | No. 1 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ধ্বনি তরঙ্গ

Volume	8
Issue	1
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ আবদুল হাই
Published online	June 15, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i1.1
Pages	1-21
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
বর্ষা : ১৩৭১

ধ্বনি তরঙ্গ

মুহম্মদ আবদুল হাই

॥ ১ ॥

সীমা রেখা নির্ধারক

বাক্ প্রবাহে যতি সাধারণতঃ দুই প্রকার ; (১) শ্বাস যতি (২) সার্থ যতি। শ্বাস যতি পূর্ণ যতি নয়, আংশিক যতি। এ যতিতে বাক্ প্রত্যঙ্গগুলো নিষ্ক্রিয় হয় না, প্রতি সেকেণ্ডের এক শতাংশ সময়ের মতো কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধগতি হ'য়ে থাকে মাত্র। এ যতিজ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে আপাতত /।/ ব্যবহার করছি।

অর্থ এবং শ্বাস দু-ই যেখানে পূর্ণতা লাভ করে সেখানকার যতিটি সার্থ যতি, সেখানে পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। অর্থাৎ সেখানে বাক্ প্রত্যঙ্গগুলোর বিশ্রামজনিত একটা পূর্ণ নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হয়। পূর্ণছেদ বোঝাতে এখানে /॥/ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধ্বনিগত সীমানা নির্ধারণে প্রস্বনও অন্যতম উপাদান। প্রস্বনের চিহ্ন /ˈ/. বাক্ প্রবাহের একটি সার্থ পর্বে কোনো প্রস্বন নাও পড়তে পারে, পড়লে

একটি কিংবা খুব বেশী হ'লে ছুটির বেশী পড়ে না। তুলনীয় 'তিনি 'তবু এলেন', 'তিনি তবু 'এলেন' আর বিরক্তির সঙ্গে বললে 'তিনি 'তবু 'এলেন' ধরনের বাক্য পাওয়া যেতে পারে।

বাক্‌প্রবাহে পূর্ববর্তী আপেক্ষিক উচ্চতর অক্ষর এবং পরবর্তী প্রস্বনজনিত গুরু অক্ষরের মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী এক রকম যতি পাওয়া যায়। এটি প্রস্বনের সীমানা নির্ধারক যতি, শ্বাস কিংবা সার্থ যতির সীমানা নির্ধারক নয়। /+/ চিহ্ন দিয়ে এ যতিটি বুঝানো যেতে পারে। তুলনীয়—
'পৃথিবীটা + 'কার বশ' এবং 'পৃথিবী + 'টাকার বশ।'

অক্ষরের প্রাণকেন্দ্র (nucleus) স্বরধ্বনির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য /ঃ/ ধ্বনি তরঙ্গে শব্দের সীমানা নির্ধারক হ'তে পারে। সাধারণতঃ শব্দের শেষ অক্ষরে এ দৈর্ঘ্য পরিলক্ষিত হয়। একই শব্দের উচ্চারণ পার্থক্যে এতে স্বতন্ত্র অর্থবোধক ছুটি শব্দ সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে একই ধরনের শব্দের প্রথম অক্ষর দীর্ঘায়িত উচ্চারণ করলে এক অর্থবোধক একটি শব্দ পাওয়া যাবে, অথচ দীর্ঘায়িত উচ্চারণ না করলে স্বতন্ত্র অর্থবোধক অন্য শব্দের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন ''পাঃ টা সরাও' আর 'পাটা সরাও।'

॥ ২ ॥

ধ্বনিতরঙ্গের রূপরেখা

ধ্বনিতরঙ্গের বিশ্লেষণই ভাষাতাত্ত্বিকদের পক্ষে বোধ হয় দুরূহতম কাজ। বাংলা ধ্বনিতরঙ্গ সম্পর্কে সার্থক ও সর্বাঙ্গীন আলোচনা এ যাবৎ হয়নি। কোনো ভাষার সম্ভাব্য সকল প্রকার ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণ করার পরও পরবর্তী গবেষকদের জন্য আবিষ্কারযোগ্য বহু নতুন তথ্য থেকে যায়। যে কোনো ভাষাতেই উক্ত ভাষাভাষীদের মুখে পরিবেশ অনুযায়ী ধ্বনিতরঙ্গের যাবতীয় বৈচিত্র্যই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তার যথাযথ বিশ্লেষণ এবং আক্ষরিক রূপায়ণ সহজসাধ্য নয়। পূর্ববর্তী 'ধ্বনিগুণ' অধ্যায়ে 'ও খেয়েছে' — এ বাক্যটির সাহায্যে বিভিন্ন

অর্থবোধক গোটা দশ-এগারো অতিরিক্ত-ধ্বনিমূল ভিত্তিক (supra-segmental) ধ্বনি তরঙ্গের পরিচয় দিয়েছি।

কিন্তু এগুলোই যে শেষ এবং এদের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র অর্থবোধক আর কোনো প্রকার ধ্বনি রেখাভঙ্গী (contour) বাংলায় ব্যবহৃত হয় না এমন কথা আমি বলি না। ওপরে যে গোটা দশ এগারো তরঙ্গভঙ্গীর উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থন ও বিশ্লেষণে আরও বিভিন্ন প্রকার ভাবাবেগ সমন্বিত বাক্যের ধ্বনি তরঙ্গের উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সাধারণ বর্ণনা, ক্রোধ, বিরক্তি, স্নেহ, সোহাগ, বিস্ময়, আপত্তি, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পরিবেশের গুরুত্ব অনুসারে সংশ্লিষ্ট শব্দের অক্ষর-বিশেষে জোর পড়ে; কখনও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অক্ষরের স্বরধ্বনিও দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। এমনি ভাবেই তো বাক প্রবাহের মধ্যে অগণিত ও বিচিত্র রেখাভঙ্গীর ও ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভাষার সাহায্যে মানুষের আবেগানুভূতির প্রকাশের রূপ অন্তহীন হ'লেও বাক্যশেষে উত্থানপতন মূলক কয়েকটি নির্দিষ্ট রেখাভঙ্গীর মধ্যেই বাকপ্রবাহের ধ্বনিতরঙ্গ সীমিত হয়।

অবস্থাভেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত স্বরগ্রাম অর্থাৎ উঁচু, নীচু এবং মাঝামাঝি স্বরগ্রামে বিভিন্ন ভাষায় বাক্যের সূচনা হ'য়ে থাকে। বাংলায় যে এর ব্যতিক্রম হয় তা নয়, তবু সাধারণ কথাবার্তায় বাংলা বাক্য সুরু হয় সাধারণত মাঝামাঝি স্বরগ্রামে। তা হ'লেও যে-কোনো নির্দিষ্ট স্বরগ্রামের কথাবার্তাতেই আবার উঁচু নীচু ও সমতল মীড়ের অবকাশ রয়েছে।

বিভিন্ন ভাবাবেশ-শাসিত বাংলাবাক্‌প্রবাহ কত বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গভঙ্গী সমন্বিত হয় এখানে তার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছি —

বাক্যের ধরন	ধ্বনি তরঙ্গের রূপ তথা রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনিতরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
১· সাধারণ বর্ণনা ঘটিত বাক্যাংশ ও বাক্য	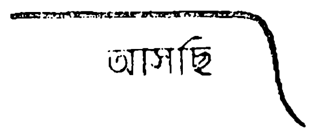	১·১ সাধারণ বর্ণনা	দ্রুত অবতরণ মুখী
	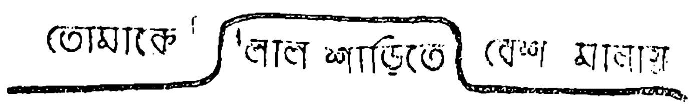	১·২ বৈপরীত্যজনিত বর্ণনা ঃ অন্যান্য শাড়ির তুলনায় লাল শাড়িতে শ্রোতাকে বক্তার বেশী ভালো লাগে	অবতরণ মুখী— এ ধরনের বাক্ প্রবাহে পূর্ববর্তী অক্ষরের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির প্রথম অক্ষর কিছু উঁচুতে ওঠে এবং উক্ত শব্দটিতে আপেক্ষিক ভাবে জোরও পড়ে কিছু বেশী।
	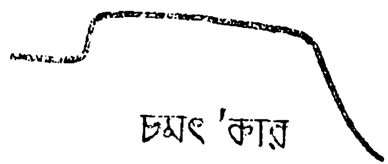	১·৩ সন্তোষ ও সমর্থন ঘটিত বর্ণনা	
	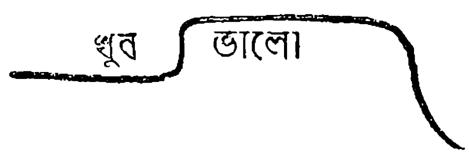	,,	অবতরণ মুখী— গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরটি কিছু উঁচুতে শুরু হয় এবং প্রলম্বিত হয়।
	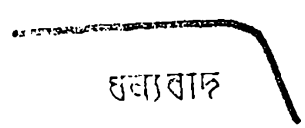	,,	

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি
	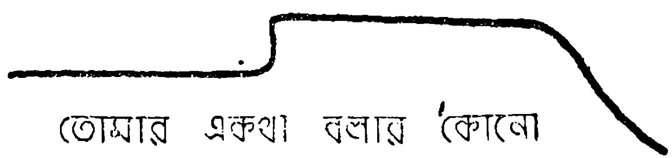	১.৪ প্রতিবাদ বা উত্তেজনা জনিত বর্ণনা	অবতণ মুখী ; গুরুত্বপূর্ণ শব্দের প্রথম অক্ষর উঁচুতে ওঠে এবং আপেক্ষিক ভাবে উক্ত অক্ষরটিতে জোরও পড়ে কিছু বেশী।
	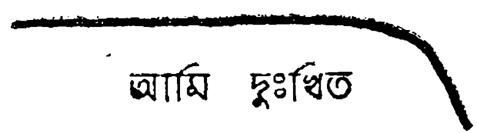	১.৫ দুঃখ প্রকাশ ঘটিত বর্ণনা	অবতরণমুখী
	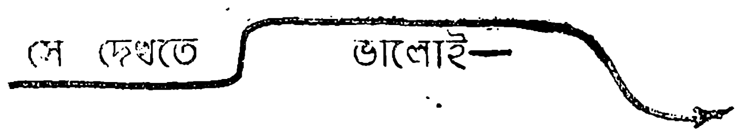	১.৬ মনে দ্বিধা রেখে সমর্থন-জনিত বর্ণনা। অর্থ, দেখতে ভালোই তবে দোষও কিছু আছে। খুব যে এমন সুশ্রী তা বলা যায় না।	অবতরণমুখী, শেষ শব্দের প্রথম অক্ষর তার পূর্ববর্তী অক্ষরের তুলনায় কিছু উঁচুতে সুরু হয় এবং শেষ অক্ষর নিম্নগামী ও প্রলম্বিত হয়ে শেষের দিকে কিঞ্চিৎ আরোহণমুখী হয়ে ওঠে।

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনিতরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
২· প্রশ্নোত্তরে হাঁ/না ছাড়া কি, কে, কারা, কেন, কেমন, কেমন করে, কখন, কিসে, কোথায় প্রভৃতি সর্বনাম সংঘটিত সাধারণ প্রশ্ন	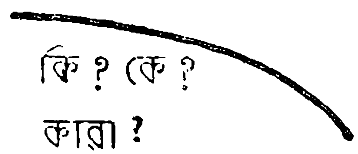 কি ? কে ? কারা ? কেমন করে ? ইত্যাদি	২·১ সাধারণ প্রশ্ন	অবতরণ মুখী
	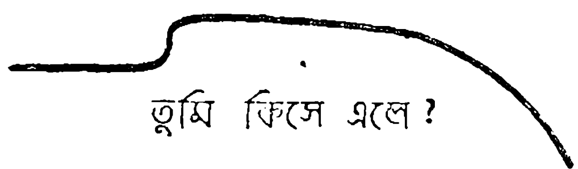 তুমি কিসে এলে ?	”	”
	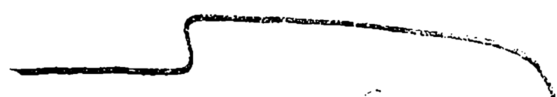 তোমার নাম কি ?	”	”

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনিতরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
৩· প্রশ্নোত্তরে হাঁ/না ছাড়া কি, কে প্রভৃতি উপরোক্ত সর্বনাম সংঘটিত অন্যান্য প্রশ্ন-বোধক বাক্যে সাধারণ প্রশ্নের তুলনায় আগ্রহ ও কৌতূহল ইত্যাদি প্রকাশ পেলে —	তোমার নাম কি ?	৩·১ সাধারণ প্রশ্নের তুলনায় সমধিক আগ্রহের প্রকাশ	শেষাক্ষর আরোহণ মুখী
	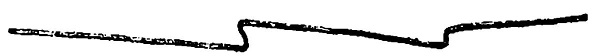 তুমি কিসে এলে ?	”	”
	মনি কোথায় রে ?	”	”

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনিতরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
কি, কেমন ইত্যাদির সাহায্যে প্রশ্নঘটিত বাক্য	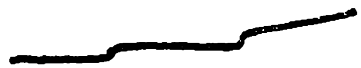 কি, কেমন আছ?	৩˙২ আবেগমাখানো প্রশ্ন। বহুদিন পর আপনজনের মিলনজাত পরিবেশ	শেষাক্ষর আরোহণ মুখী
৪. প্রশ্নেরবোধক বাক্যের শেষে না বা কি যোগ	এটা তোমাদের বাড়ী না?	৪˙১ বক্তার বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও শ্রোতার কাছ থেকে সে একটা হাঁ বোধক সমর্থন প্রত্যাশী।	”
	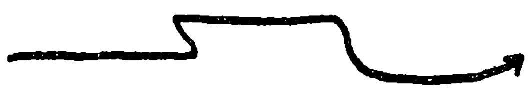 মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি হবে, তাই না?	”	”
৫. বর্ণনাঘটিত বাক্যের সাহায্যে প্রশ্ন	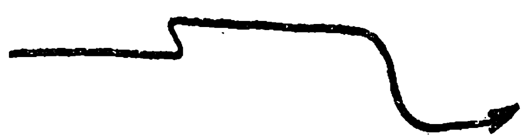 তোমার ঘড়িটা এখানে ফেলে গেছিলে?	৫˙১ কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসা উত্তর হাঁ, কি না, হ'তে পারে।	”

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনিতরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
৬· প্রশ্নের উত্তর হাঁ/না হয় এমন বাক্য	আমার সঙ্গে দেখা করবে?	৬·১ সাধারণ প্রশ্ন, উত্তর হ্যাঁ কিংবা না	শেষাক্ষর আরোহণমুখী
	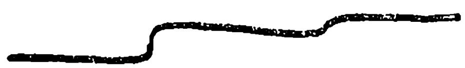 ভেতরে আসতে পারি?	৬·২ ,, প্রশ্নটি অনুরোধ জ্ঞাপকও হ'তে পারে।	,,
	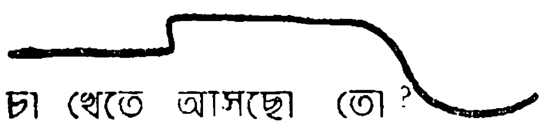 চা খেতে আসছো তো?	৬·৩ প্রশ্নের সাহায্যে নিমন্ত্রণ ; উত্তর হাঁ/না হ'তে পারে এমন প্রশ্নই বটে, তবে প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতার মধ্যে এমন সম্পর্ক আছে যাতে সে আশা করে শ্রোতা অবশ্যই আসবে।	অবতরণমুখী হ'তে হ'তে শেষেরদিকে আরোহণমুখী।

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
৭. আদেশঘটিত বাক্য	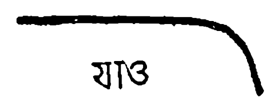	৭.১ সাধারণ আদেশ	অবতরণমুখী
	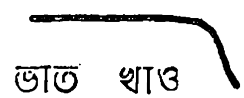	,,	,,
	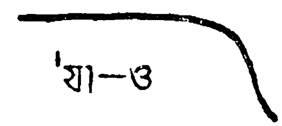	৭.২ ক্রোধ বা বিরক্তিজাত আদেশ	,, উদাত্ত স্বরগ্রামে শব্দটির সূচনা। সংশ্লিষ্ট অক্ষরের শুরুতে প্রস্বন, ফলে স্বর-ধ্বনি প্রলম্বিত। দ্রুত অবতরণমুখী।
	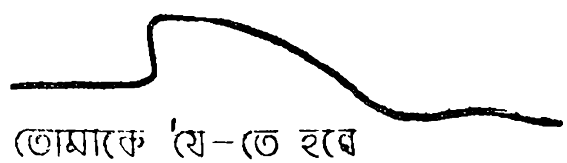	৭.৩ ,,	,, ক্রোধ বা বিরক্তির মাত্রা অনুসারে সংশ্লিষ্ট অক্ষরের উচ্চতার পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
	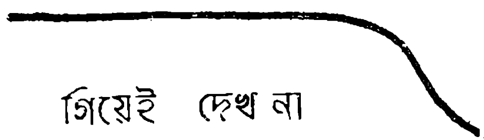	৭.৪ অনুনয় সূচক আদেশ	অবতরণমুখী
	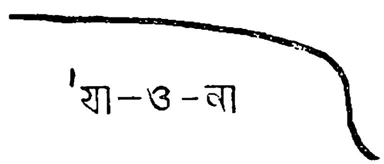	,,	,, প্রধান শব্দের প্রথম অক্ষরের সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি প্রলম্বিত।
		৭.৫ বক্তা ও শ্রোতার সম্পর্ক অনুযায়ী শেষের 'না'র প্রলম্বনের মাত্রা নির্ধারিত হয়।	অবতরণমুখী

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
	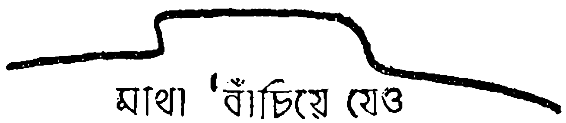	৭·৬ সাবধানতাজনিত আদেশ	অবতরণমুখী
৮. বিরক্তিও ঘৃণাজনিত বাক্য	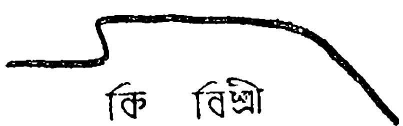	৮·১ বিরক্তি ও অধীরতা	" দ্বিতীয় অক্ষর প্রথমটির তুলনায় উচ্চস্বরগ্রামে শুরু হয়ে প্রলম্বিত হয়।
	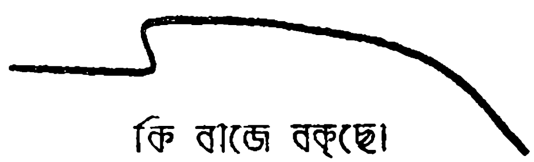	"	"

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের ভাব বা পরিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি বর্ণনা
৯. দুঃখ ও হতাশাজনিত বাক্য	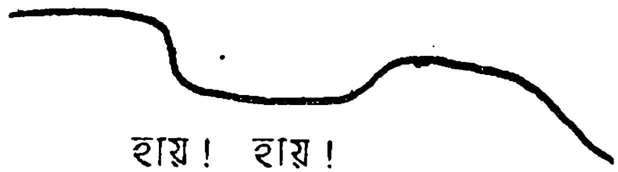	৯.১ দুঃখ শোকাহত	দ্রুত অবতরণমুখী, শেষাক্ষরের সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি দীর্ঘায়িত।
	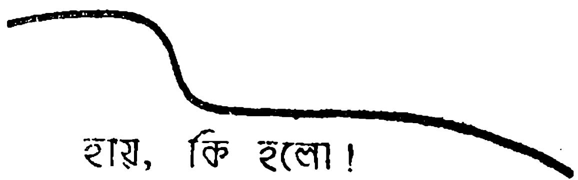	৯.২ ,,	,,
	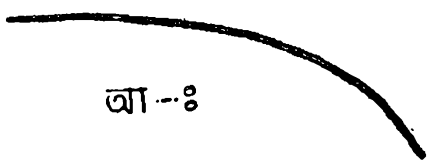	৯.৩ ,,	,,

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের পরিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি
১০. বিস্ময় ঘটিত বাক্য	প্রকা—ণ্ড ! অপূ—র্ব !	১০.১ সাধারণ বিস্ময়	উচ্চ সমতল। বিস্ময়ের মাত্রা অনুসারে শেষ অক্ষরের স্বর-ধ্বনি প্রলম্বিত হয়।
	কি সুন্দর মেয়ে !	১০.২ আনন্দসূচক বিস্ময়	,,
	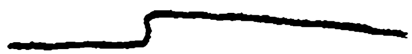 অবিশ্বাস্য !	১০.৩ অবিশ্বাসজনিত বিস্ময়	উচ্চ সমতল। অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের মাত্রা বেশী হলে অন্ত্যপূর্ব অক্ষরটি শেষ অক্ষরের তুলনায় উচ্চ ও দীর্ঘায়িত।
	'তুমি একাজ করলে !	১০.৪ আশ্চর্যজনকতা ; সমর্থন যোগ্য নয়	উচ্চ সমতল। সংশ্লিষ্ট অক্ষরের সূচনা উদাত্ত স্বরগ্রামে।

বাক্যের ধরন	রেখাভঙ্গী	বাক্যের পরিবেশ	ধ্বনি তরঙ্গের প্রকৃতি
	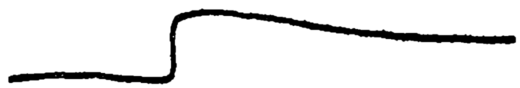 তুমি 'এ কাজ করলে	১০.৫ ,,	উচ্চ সমতল। সংশ্লিষ্ট অক্ষরের সূচনা উদাত্ত স্বরগ্রামে।
১১. অসম্পূর্ণ বাক্য	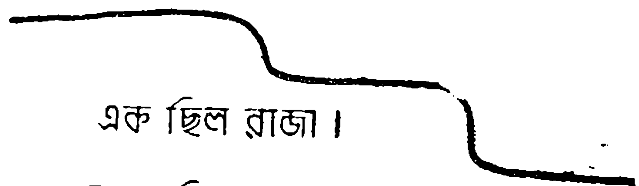 এক ছিল রাজা। আর ছিল —	১১.১ সাধারণ বাক্য ; প্রথমটি সম্পূর্ণ, পরেরটি অসম্পূর্ণ। এ রেখাভঙ্গী সাধারণত গল্প কাহিনীতে পাওয়া যায়।	অবতরণমুখী সমতল।
	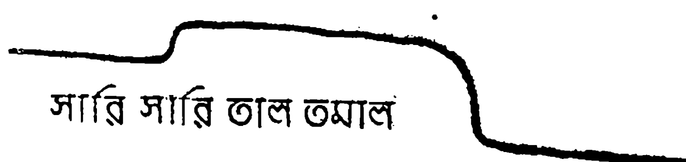 সারি সারি তাল তমাল আর—	,,	,,

॥ ৩ ॥

ধ্বনি রেখাভঙ্গীর সংখ্যা

বাংলা বাক্যে পরিবেশ, অর্থ ও ভাব অনুযায়ী অগণিত তরঙ্গভঙ্গীর অবকাশ থাকলেও ধ্বনিতরঙ্গ প্রধানত এ-ধরনের গোটা ছয়েক অতিরিক্ত-মূলধ্বনিমূলক (Supra-segmental phoneme) রেখাভঙ্গীকে (contour) অবলম্বন করেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলোচ্য এ ছয়টি রেখাভঙ্গী এ-চারটি স্বরগ্রামের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে, যথা —

১. উদাত্ত [উচ্চ ঃ আপেক্ষিক ভাবে সর্বোচ্চ]
২. নিম্ন উদাত্ত [উচ্চ নিম্ন ঃ সর্বোচ্চের তুলনায় কিছু নীচু] } মধ্য ঃ
৩. উচ্চ অনুদাত্ত [অর্থাৎ সর্বনিম্নের তুলনায় আপেক্ষিক উচ্চ] } স্বরিত
৪. অনুদাত্ত [সর্বনিম্ন ঃ আপেক্ষিক ভাবে সর্বনিম্ন]

/১/ প্রথম রেখাভঙ্গী

উদাহরণ ঃ— (ক) ওখানে একটা বাঘ ছিল
(খ) তবে তুমি যা—ও
(গ) আস্‌সালামো আলায়কুম — ইত্যাদি

/২/ দ্বিতীয় রেখাভঙ্গী

উদাহরণ ঃ— (ক) সে কি, তুমি আসবে না ?
(খ) তুমি বলো না গো !
(গ) এটা তোমাদের বাড়ী না ? ইত্যাদি

/৩/ তৃতীয় রেখাভঙ্গী

উদাহরণ :— (ক) তুমি যাবে ?
(খ) ভেতরে আস্‌তে পারি ? ইত্যাদি

/৪/ চতুর্থ রেখাভঙ্গী 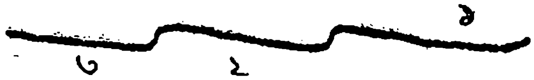

উদাহরণ :— (ক) তুমি কখন এলে ?
(খ) ওকে কতকগুলো দিয়েছে ?
(গ) কি এনেছেন আব্বা ?

/৫/ পঞ্চম রেখাভঙ্গী 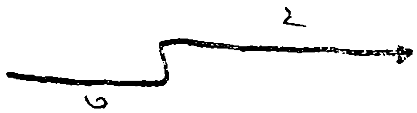

উদাহরণ :— (ক) হায়্‌ হায়্‌ !
(খ) আ — া !
(গ) সা — প ! ইত্যাদি

/৬/ ষষ্ঠ রেখাভঙ্গী

এক ছিল বন। সেখানে — ইত্যাদি

এ কয়টি রেখাভঙ্গীর প্রতিটিতেই ৩ হলো যথার্থ রেখাভঙ্গীর সূচনা বা পূর্ব এলাকা (pre-contour zone).

/১/ এ অবতরণমুখী ২-৪ রেখাভঙ্গী বিবরণমূলক, পূর্ণতাবাচক, আদেশ, অনুরোধ, সম্বোধন, অভিবাদনসূচক প্রভৃতি বাক্যের জন্য।

/২/ এ যৎকিঞ্চিৎ আরোহণমুখী ২-৪ রেখাভঙ্গী অনুনয়, আবেগ, অতিপরিচয় ও সখ্যজনিত মিষ্টতাপ্রসূত সাধারণ ও প্রশ্নবোধক বাক্যের জন্য।

/৩/ এ আরোহণমুখী ৩-২ নিম্ন উদাও রেখাভঙ্গী হাঁ কিংবা না উত্তর প্রত্যাশামূলক প্রশ্নবোধক বাক্যের জন্য।

/৪/ এ আরোহণমুখী ২-১ রেখাভঙ্গী কি, কেন, কে, কখন, কেমন, কোথায়, কতকগুলো প্রভৃতি সর্বনাম যোগে আগ্রহসূচক প্রশ্নবোধক বাক্যের জন্য। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে উক্ত প্রশ্নবোধক বাক্যেরও কিছু অংশ উচ্চারিত হবার অপেক্ষা রাখে। যেমন প্র:— কতকগুলো? উ:— অনেকগুলো ইত্যাদি।

/৫/ এ নিম্ন উদাত্ত সমতল রেখাভঙ্গী ব্যবহৃত হয় হর্ষ-বিষাদ-বিস্ময় ও উত্তেজনাসূচক প্রভৃতি বাক্যে।

/৬/ এ সর্বনিম্ন অনুদাত্ত রেখাভঙ্গীর সমতলরূপ বাক্যের অসম্পূর্ণতা জ্ঞাপক। অর্থাৎ বাক্যটি প্রত্যাশাময়।

ধ্বনি তরঙ্গের এ ছয়টি রেখাভঙ্গী উচ্চ, মধ্য ও নিম্নমীড়ে লীলায়িত হলেও বাক্যের পরিবেশ ও অর্থ অনুযায়ী এ তিনটি মীড়ের প্রতিটিতেই আরোহণমুখী, অবরোহণমুখী এবং সমতলমুখী রেখাভঙ্গীর অবকাশ রয়েছে।

এ ছাড়া বাংলা বাক্‌প্রবাহে দীর্ঘ যৌগিক কিংবা জটিল বাক্যে ধ্বনিতরঙ্গ শ্বাসপর্বের অক্ষরগুলোতে মধ্যস্বরগ্রামে সমান স্তরে থাকতে থাকতে কিংবা ক্রমশঃ নিম্নগামী হ'তে হ'তে শেষ অক্ষরে পৌঁছে কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত হয়; তারপর পরবর্তী নতুন শ্বাসপর্বটির প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটিতে কিছুটা শ্বাসাঘাত পড়ার জন্যে আপেক্ষিক ভাবে উচ্চ স্বরগ্রামে কিংবা অবস্থাভেদে পূর্ববর্তী পর্বটির শেষ অক্ষরের পরিত্যক্ত স্বরগ্রামেই শুরু হয়। এ ধরনের দীর্ঘ বাক্যের শেষ সার্থ পর্বটি অবশ্য সাধারণ বর্ণনা, বিস্ময় কিংবা প্রশ্নবাচকতা অনুযায়ী স্বভাবিক ভাবেই তাদের আপন আপন ধ্বনিতরঙ্গ ধর্মের অনুগামী হয়।

ওপরের এ সুদীর্ঘ জটিল বাক্যটির ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণ এ ভাবে করা যায়:—

৩ ২ — ৪ /৬/ ৩ ২ —৪ /৬/
এ ছাড়াঃ, ।বাংলা + বাক্ প্রবাহে | দীর্ঘ 'যৌগিক + কিংবা জটিল বাক্যেঃ |

৩ ২ —— ৪ /৬/ ৩ ২ —৪ /৬/
।ধ্বনিতরঙ্গ + শ্বাস পর্বের + অক্ষরগুলোতে | 'মধ্যস্বরগ্রামে + 'সমানস্তরে থাকতে

৩ ২ — ৪ /৬/ ৩ ৪
থাকতে। 'কিংবা + ক্রমশঃ নিম্নগামী হ'তে হ'তে। 'শেষ অক্ষরে পৌঁছে

২ — ৪ /১/ ২ — ৪ /৬/
+ 'কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত হঃয়॥ 'তারপঃর + পরবর্তী + নতুন 'শ্বাসপর্বটিঃর +

৩ ২ — ৪ /৬/ ৩ ২ — ৪ /৬/
'প্রথম শব্দের 'প্রথম অক্ষরটিতে—কিছুটা + 'শ্বাসাঘাত পড়ার জন্যে।

৩ ২ — ৪ /৬/ ৩ ২ ২
'আপেক্ষিক ভাবে + উঁচু স্বরগ্রামেঃ কিংবা অবস্থাভেদে + পূর্ববর্তী পর্বটির + 'শেষ

২ —৪/১/
অক্ষরের + পরিত্যক্ত স্বরগ্রামেঃই + 'শুরু হয়॥

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত থেকে ঃ—

৩ ২ ২ —৪ /৬/ —৪ —৪
'স্রোতস্বিনী + প্রাতঃকালে। 'আমার + বৃহৎ খাতাটি। 'হাতে করিয়া + আসিয়া

—৪ /৬/ ৩ ২ ১ /৮/ ২ —৪ ২
+ কহিল 'এসব তুমি 'কিঃ লিখিয়াছ॥ 'আমি + যে সকল কথা। কস্মিনকালে

—৪ ২ —১ /৪/
+ বলি নাই। তুমি + 'আমার মুখে + কেন বসাইয়াছ॥

৩ ২ —৪ /৬/ ৩ ২-৪ /৬/
'সমীর + এতক্ষণ + আমার + 'খাতাটি পড়িতেছিল॥ 'শেষ করিয়া + 'কহিল।

১ /২/ ৩ ২ ১
এ + 'কিঃ করিয়াছ? তোমার + ডায়ারির + 'এ লোকগুলা কি + 'মানুষ। না +

১ /৫/
যথার্থ ই 'ভূত?

॥ ৪ ॥

স্বরধ্বনির গুণবাচকতা
(Vocal qualifiers)

বাংলা ভাষায় একটি সার্থ পর্বে একটা না হয় বড় জোর দুটো প্রস্বনযুক্ত (stressed) অক্ষর পাই। অর্থের গুরুত্ব বা তারতম্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট অক্ষর ও তৎসমন্বিত স্বরধ্বনির ওপরে প্রস্বনের পরিমাণ বিচারে নিম্নের এ কয়টি পরিমাপক গুণ লক্ষ করা যায় :—

(১) /জোরালো প্রস্বর (overloud) /যেমন — 'এটা আপ'না : র ?'
এখানে প্রস্বন পড়েছে 'না—র' ওপর।

(২) /সুদীর্ঘ—overlong /স্বরধ্বনির অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য।
সাধারণত গল্প বলার সময় কিংবা দূরত্ব বোঝানোর জন্যে এদৈর্ঘ্যের বিশেষ ব্যবহার হয়; যেমন—
'সারি সারি আম, জা : ম, লীচু, আনার : : স।'
কিংবা ঐ — অ — ই (দূরত্বব্যঞ্জক)

(৩) /তড়িৎ ছাটাই করা overclipped /
বিরক্তি বোধক ভাব প্রকাশে 'হ্' ধ্বনি দিয়ে শব্দশেষের অক্ষর বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্যে অতি ছাটাই ভাব। যেমন — 'না — হ্' 'যাঃঃ' ! ইত্যাদি।

(৪) /সুউচ্চ — overhigh/ সাধারণ পীচ্ বা মীড় থেকে কোনো একটি অক্ষরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ওপরে তুলে ধরার জন্যে। যেমন — 'আমি তখন 'আ : রো ছোটো।'

(৫) /সুদৃঢ় (overtense) /
বিরতির পরবর্তী প্রলম্বিত ব্যঞ্জন ধ্বনিতে এবং কণ্ঠ্যগুণপ্রাপ্ত স্বরধ্বনিতে এ দৃঢ়তা ধরা পড়ে। যেমন '-ত্তা- বেশ'; কিংবা 'আ-চ্ছা' —অগত্যা গ্রহণ বা সমর্পণ অর্থে স্বরধ্বনির এ গুণবাচকতা পরিলক্ষিত হয়।

(৬) /সুবর্তুল—(over round)/

যে-কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণে বর্তুলাকৃতি ঠোঁটের রূপ আদর ও স্নেহ-জ্ঞাপক। যেমন 'না-না' সাধারণভাবে উচ্চারণে ঠোঁট নির্লিপ্ত থাকে, কিন্তু বর্তুলাকৃতির ঠোঁট ক'রে উচ্চারণ করলে আদর প্রকাশ পায়।

(৭) /সুপ্রসৃত (over front)/

বর্তুলাকৃতির স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট প্রসৃত হ'লে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও মুখ ভ্যাংচানো বোঝায়। যেমন— 'বড্‌ডো লেগেছে'র বিকৃত উচ্চারণ— 'ব্যাড্‌ডো ল্যাগেচে।'

(৮) /প্রবল ঘোষ (over breathed)। ঘোষ মহাপ্রাণিত —

যেমন 'ন্‌হা-হ্‌অ', 'দ্‌হআও' ইত্যাদি আকুল অনুনয় বা কান্নাভরা অনুরোধ অর্থে।